গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারা অধিদপ্তর
৩০/৩ উমেশ দত্ত রোড, বকশি বাজার, ঢাকা-১২১১|
www.prison.gov.bd

কারা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন সংক্রান্ত আলোচনা সভার কাযবিবরণী:-

সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা এসপিপি, এনডিসি, এমফিল,এমপিএইচ কারা মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ, ঢাকা
তারিখ ও সময়	:	১৬ মে ২০১৯, সকাল ১০:৩০ টা
স্থান		সম্মেলন কক্ষ, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'
সঞ্চালক	:	কর্নেল মো: আবরার হোসেন, অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

কারা মহাপরিদর্শক এর স্বাগত বক্তব্য: বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এখানে উপস্থিত অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক, সকল কারা উপ মহাপরির্শক, সিনিয়র জেল সুপার এবং জেল সুপারগণ; সকলকে এ সভায় সুস্বাগতম ও আসসালামু আলাইকুম। আপনারা জেলের প্রাণ পুরুষ। পবিত্র মাহে রমজানে কষ্ট করে আপনাদের এই সভায় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আপনারা জানেন, আজকে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক ইফতার ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জেল এর দায়িত্ব গ্রণের পর আপনাদের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে এবং কথা হয়েছে। বাংলাদেশ জেলে আমরা যারা কাজ করছি তাদের মধ্যে চেইন অব কমান্ডের মধ্যবর্তী অবস্থানে আপনারা আছেন। আপনাদের অধিনস্থদের প্রতি চেইন অব কমান্ড সুন্দর থাকা দরকার। আপনাদের চেইন অব কমান্ড দুর্বল হলে সবকিছু চুরমার হয়ে যাবে। আপনি যদি আপনার অবস্থান থেকে জুনিয়রকে সঠিকভাবে পরিচালনা না করতে পারেন তা আপনার দুর্বলতা ও ব্যর্থতা। জুনিয়রকে কন্ট্রোল করতে যদি ব্যর্থ হন তাহলে তার দায়দায়িত্ব আপনার। মনে রাখবেন কমান্ড, কন্ট্রোল এবং কমিউনিকেশন এই তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন ঘটনা ঘটার আগে আপনাকে জানতে হবে।

আপনার ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে শৈথিল্য রয়েছে। আপনারা বলতে পারবেন না যে ফোন করে আমাকে পাননি। আপনার কোন পরামর্শ প্রয়োজন হলে যেকোন সময় তা করবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য সঠিকভাবে দিবেন। একটি ঘটনা ঘটলো আর আমি জানলাম না। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে যথাসময়ে তথ্য দিতে পারলাম না। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য দিতে না পারলে আমাকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। কারাগারে অনেক অব্যবস্থাপনা রয়েছে। আমদানি শব্দটা অনেক আগে থেকেই এসেছে। নতুন নয়, যখন কোন ফোরামে অসংলগ্ন কথাগুলো আলোচনা হয়; তা লজ্জার বিষয়। আমাদেরকে এ সকলের ধারাবাহিকতা হতে উত্তরণ ঘটাতে হবে। আমি যখন বাংলাদেশ জেলে যোগদান করি তখন পথ বড় পিচ্ছিল ছিলো। তখন মিডিয়াতে অনেক নেগেটিভ প্রচারণা চলছে জেলার সোহেল রানাকে নিয়ে। এই অবস্থায় আমি দায়িত্বগ্রহণ করি। যেকোন ভাবেই যেন সোহেল রানার মত ঘটনার জন্ম না হয়। আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে আসতে প্রচন্ড বেগ পেতে হচ্ছে। আশা করবো এখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারবো এবং নব উদ্যমে এগিয়ে যাবো; এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা চাই।

একটা অভিযোগ পাওয়ায় যায় ,যার কাজ সে করেন না; লকআপ ও আনলকের সময় যে থাকার কথা তিনি থাকছেন না। সারা বাংলাদেশে ৬৮টি জেলে কি ঘটছে না ঘটছে আমি জানি না এমনটি ভাবার কোন কারণ নেই! আপনারা বিনা ছুটিতে ঢাকায় ঘুরে বেড়ান আর আই জি প্রিজন্স জানবে না তা ভাবা ভুল। আপনার ১০১টি অজুহাত থাকতে পারে কিন্তু একজন সরকারি কর্মকর্তার কাছ হতে এমনটি কাম্য নয়। এ ধরণের ঘটনা ঘটলে আপনাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে এবং কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে আমরা ভালো করছি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন মেডেল পেয়েছি। পেশাগত দায়িত্ব পালনে গ্রুপিং, লবিং আছে; গ্রুপিং, লবিং থাকলে আমরা আগাতে পারবো না। সুতরাং গ্রুপিং, লবিং বন্ধ করতে হবে। আমি জানি আপনাদের অনেকের কানেকটিভিটি আছে। আর এই সুযোগ আপনারা কাজে লাগান । এটা ভাল লক্ষণ নয়। আপনারা চেইন অব কমান্ডের উপর আস্থা রাখেন। আমি জানি আপনারা যোগ্যতার বলেই এখানে এসেছেন। যোগ্যতার উপর আস্থা রাখবেন।

ক্যান্টিন প্রথা ২০০৭ সালে চালু করা হয়। বিভিন্ন অভিযোগের কারনে এটি আমাদের কাছে এখন বোঝা ও গলার ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীতিমালা ভঙ্গ করে ক্যন্টিন ম্যানেজার নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এসব দেখার জন্য আইনস্টাইন হতে হয় না। যাকে ৩ মাস রাখার কথা তাকে ১ বছর দায়িত্বে রেখেছেন। যাকে ২য় বার দায়িত্ব দেবার কথা নয় তাকে দিচ্ছি, কিন্তু কেন দিচ্ছি,আমরা আমাদের মুখ আয়নায় দেখি না। ক্যান্টিন যদি বন্ধ করতে হয় প্রয়োজনে তা করবো কিন্তু দুর্নাম মেনে নেয়া হবে না। ক্যান্টিনে হারপিক পাওয়া যাচ্ছে; কোন প্রয়োজন আছে কি? এ রকম অনেক আছে। আমরা ক্যন্টিন নীতিমালায় অটল থাকতে চাই।

কারাগারের খাবারের মান নিয়ে প্রায়শ:ই প্রশ্ন উঠে। এ বছর ইফতারির বরাদ্দ ১৫ টাকা হতে ৩০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে যা আমাদের বড় সাফল্য। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে এটা নিয়েই আগাতে হবে। আমাদের ইমেজ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে, আমরা কেন পিছিয়ে পড়বো। বাংলাদেশ জেল একটা বড় অর্গানাইজেশন। আমরা একই সমতলে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব কিছু বাধা জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি কাজ সমন্বিতভাবে করতে চান বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

<u>সংক্ষিপ্ত আলোচনা</u>

(কারা সপ্তাহ সংক্রান্ত): কারা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপন উপলক্ষে কারা মহা পরিদর্শক বলেন পূর্বের ন্যায় এ বছরও আমরা কারা সপ্তাহ পালন করবো ইনশাআল্লাহ। এ বিষয়ে আপনারা বেশ অভিজ্ঞ। কারা সপ্তাহের তারিখ নির্ধারণসহ বিস্তারিত আলোনা করবো। এ বছর কারা সপ্তাহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতিকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমরা আমন্ত্রিত করতে চাই। সেক্ষেত্রে নভেম্বর এর মাঝামাঝি অথবা ডিসেম্বর এর কোন শেষ দিকে কারা সপ্তাহ পালনের তারিখ নির্ধারন করা হবে। এ ব্যাপারে মন্ত্রণালয় পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে সঠিক তারিখ নির্ধারণ করা হবে।

কারা সপ্তাহ ২০১৯ অনুষ্ঠান আয়োজনে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যেহেতু নভেম্বর মাস এখনও অনেক সময় রয়েছে সেহেতু অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন উপ কমিটি গঠন করা হলে আপনাদের কোন আপত্তি রয়েছে কিনা এ বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে কণ্ঠভোটের মাধ্যমে পরবর্তীতে কারা অধিদপ্তর কর্তৃক কমিটি গঠন করার বিষয়ে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তবে কারা অধিদপ্তর হতে সত্বর কমিটি গঠন পূর্বক তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হবে। এ বছর করা সপ্তাহ পালনের ২ (দুই) দিন আগে সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হবে। ইতোমধ্যে কারা অধিদপ্তর হতে আমাদের কর্মকান্ডভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা দিশারী প্রকাশ শুরু হয়েছে। এখানে প্রকাশের জন্য আপনাদের কারাগারের কার্যাবলির ছবি/ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছোট আকারে ক্যাপশন দিয়ে পাঠাবেন।

ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত: এ বছর প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিদের বাণী এবং বক্তব্য তৈরির কাজ পূর্বের ন্যায় সহকারী কারা মহাপরিদর্শক প্রশিক্ষণ ও প্রশাসন দায়িত্ব পালন করবেন।

এ বছর কারা সপ্তাহ ২০১৯ উদযাপনের স্লোগান নির্বাচনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। যেহেতু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাই পরবর্তীতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্লোগান নির্ধারণ করা হবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।

সুভেন্যির নির্ধারণ সংক্রান্ত : পূর্বের ন্যায় পরবর্তীতে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে এ বছরের সুভেন্যির নির্ধারণ করা হবে বলে সভাকে জানানো হয়।

রক্তদান কর্মসূচি: কারা সপ্তাহে যেকোন একদিন কারাগারে রক্তদান কর্মসূচি পালন করা হবে এবং তা কর্মসূচিতে নির্ধারণ করে দেয়া হবে।

মেলার আয়োজন : এ বছর বিভাগীয়ভাবে কারা ক্যাম্পাসে কারাপণ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে।

প্যারেড : মনোমুগ্ধকর প্যারেড উপহার দেয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাই বিভাগীয় ভাবে কারারক্ষীদের নিযুক্ত করার জন্য অধিদপ্তর হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়ে কারা উপ মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

সাউন্ড সিস্টেম: প্যারেড অনুষ্ঠান এর জন্য জেলা তথ্য অফিস হতে সাউন্ড সিস্টেম নিতে হবে। কনফারেন্স এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সাউন্ড সিস্টেম ভাড়া নিতে হবে। এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা কারাগার এবং কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

- কারা সপ্তাহের থিম/ স্লোগান মোবাইল ফোনে সরকারিভাবে সার্কুলার করার ব্যবস্থা করতে হবে। TV Channel এর মাধ্যমে স্ক্রল নিউজে দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

খোলা জিপ গাড়ি সংগ্রহ করণ: কারা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধান অতিথি কর্তৃক গার্ড পরিদর্শনের জন্য আনসার একাডেমি হতে খোলা জিপ গাড়ি সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের খোলা জিপটি রিজার্ভ হিসাবে থাকবে।

অনুষ্ঠান সুচি প্রণয়ন: কেন্দ্রীয় এবং জেলা পর্যায়ের প্রোগ্রাম/অনুষ্ঠান সূচি কারা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণয়ন পূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সেরা কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কারাগার নির্বাচন: এ বছর অনুষ্ঠিতব্য কারা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তা ও শ্রেষ্ঠ কারাগার নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের মতামত চাওয়া হলে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ এ কার্যক্রমটি স্থগিত রাখার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে ১টি ওয়ার্কশপ করে নীতিমালা তৈরি করে এ কার্যক্রম গ্রহণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

- বাংলাদেশ জেল এর স্টাফদের নিয়ে আধা ঘন্টার ১টি সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম তৈরি করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যা পরবর্তীতে TV Channel এ সম্প্রচার করা হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেক বিভাগে পত্র জারির জন্য কারা উপ মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর) কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

কারাগার হতে এজেন্ডা সংগ্রহ করণ: কারা সপ্তাহের সম্মেলনে এজেন্ডা উপস্থাপনের জন্য কারাগার থেকে সুনির্দিষ্ট এজেন্ডা প্রদানের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ টয়লেটের ব্যবস্থা করণ: কারা সপ্তাহে অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে পুরুষ ও মহিলাদের ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভ্রাম্যমাণ মোবাইল টয়লেটর ব্যবস্থা করার জন্য আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে কাশিমপুর কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

হেলিপ্যাড প্রস্তুত করণ: কাশিমপুর কারা ক্যাম্পাস এলাকায় পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় আনসার একাডেমি কাশিমপুর এর হেলিপ্যাড ব্যবহার করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ফান্ড সংগ্রহকরণ: পূর্বের ন্যায় কারা সপ্তাহের ফান্ড সংগ্রহ করতে হবে। তবে আয় ব্যয়ের সমন্বয় থাকতে হবে।

বন্দি মুক্তি সংক্রান্ত : অনুষ্ঠিতব্য কারা সপ্তাহে কিছু বন্দি মুক্তি প্রদান করা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বিষয়টি অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের বিষয় রয়েছে বিধায় পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কারা সপ্তাহ আমরা করবো মর্মে ঐক্যমত পোষণ করছি। এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ কর্মকর্তা দ্বারা কমিটি গঠন করে দেয়া হবে। এ বিষয়ে আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা দরকার। আমরা অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে করবো এবং এক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিক থাকতে হবে। আজকে হতে কারা সপ্তাহের কাজ শুরু করে দিলাম। আজ যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তা যেন বাস্তবায়ন করা যায় সে বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ কে এম মোস্তফা কামাল পাশা
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০৪৪৪
ig@prison.gov.bd

তারিখঃ ০৮ শ্রাবণ ১৪২৬ / ২৩ জুলাই ২০১৯

পত্র নং-৫৮.০৪.০০০০.০২২.১২.০০১.২০১৯- ৪৫৭ (৯৬)

অনুলিপি অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

১। কারা উপ-মহাপরিদর্শক, সকল বিভাগ, সকল সদর দপ্তর।
২। সিনিয়র জেল সুপার/জেল সুপার, সকল কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার।
৩। সহকারি কারা মহাপরিদর্শক (সকল), কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪। পরিচালক ইনচার্জ, কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫। প্রশাসনিক কর্মকর্তা-১/২ পরিসংখ্যানবিদ/বাজেট অফিসার, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৬। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রিজন ইন্টেলিজেন্স ইউনিট/আইসিটি সেল, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭। শাখা প্রধান, সকল শাখা, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮। কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারি, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা। বিষয়টি কারা মহাপরিদর্শক/অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক/কারা উপ মহাপরিদর্শক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য
৯। গার্ড ফাইল।

মোঃ বজলুর রশীদ
বিজে-০১৬৫৯৩০০১৪০
কারা উপ মহাপরিদর্শক (সদর দপ্তর)
পক্ষে-কারা মহাপরিদর্শক
ফোনঃ ৫৭৩০০৪০০ (দপ্তর)
dighq@prison.gov.bd